28 JUL 2008

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের বিরুদ্ধে ফরম বিক্রি ও ভর্তি ফি'র টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

তাবারক উল্যাহ কায়েস, কুমিল্লা (দ.) থেকে

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম মাওলার বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফরম বিক্রির ৭০ লাখ টাকা অনিয়ম করার অভিযোগ উঠেছে। হদিস নেই ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফি'র প্রায় ১ কোটি টাকার। হরিলুট করা হয়েছে ফরম বিক্রির ৪০ লাখ টাকা। টাকার হিসাব চেয়ে উপাচার্যকে চিঠি দিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ। জানা গেছে, ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ৭ হাজার ৬৭৮টি, ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ১১ হাজার ৩শ'টিসহ দুই শিক্ষাবর্ষে মোট ১৯ হাজার ৯৭৮টি ফরম বিক্রয় করা হয়। প্রতিটি ফরম ৪৫০ টাকা। সে হিসাবে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ৩৯ লাখ ৫ হাজার ১শ', ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ৫০ লাখ ৮৫ হাজার টাকাসহ মোট ৮৯ লাখ ৯০ হাজার টাকা আয় হয়। এ অর্থ থেকে গত ৩১ মার্চ উপাচার্য ঢাকা থেকে এসটি করে ১৯ লাখ ১১ হাজার ৭৩২ টাকা জমা দিয়েছেন। বাকি ৭০ লাখ টাকা ১ বছরের অধিককাল সময়েও উপাচার্য জমা দেননি। কোষাধ্যক্ষ ড. মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জানিয়েছেন, ভর্তি ফরম বিক্রয়লব্ধ আয়-ব্যয় হিসাব যথাযথভাবে সমন্বয় করার জন্য কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয় আইনের ২৬ ধারা মোতাবেক টাকা ব্যাংক হিসাবে অতিসত্বর জমা দেয়ার জন্য উপাচার্য প্রফেসর ড. গোলাম মাওলাকে সর্বশেষ গত ১ জুন চিঠি দিয়েছি। কিন্তু একাধিকবার চিঠি, তাগাদা ও অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি (উপাচার্য) টাকা জমাদান কিংবা হিসাব প্রদান থেকে বিরত রয়েছেন। সূত্রে জানা গেছে, ভর্তি ফরম বিক্রির অন্তত ৪০ লাখ টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে। ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে ব্যয় করা হয়েছে ১৯ লাখ ১১ হাজার ৭৬২ টাকা। ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে টাকার সঠিক পরিমাণ জানা যায়নি। তবে নির্ভরযোগ্য সূত্র জানায়, এ শিক্ষাবর্ষের খরচও প্রায় ২০ লাখ টাকা। সূত্র মতে, পুরো ব্যয়ের কোন অনুমোদন নেই। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী অর্থ কমিটি (এফসি), সিন্ডিকেটের অনুমোদন বাধ্যতামূলক। কিন্তু তা করা হয়নি। কোষাধ্যক্ষকেও অবগত করা হয়নি। সংশ্লিষ্ট খাতের হিসাব উপাচার্যের একক নামে পরিচালনার সুবাদে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে উপাচার্য নিজে ও ২ জন সহকারী অধ্যাপক, ১ জন প্রভাষক নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো টাকা খরচ করেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। অপরদিকে ২০০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে অর্থ ব্যয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে। গত বছরের ৯ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় ভর্তি পরীক্ষা। ওই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকসহ কোন ধরনের জনবল নিয়োজিত হয়নি। উপাচার্য নিজেই ভর্তি কমিটির সভাপতি হন এবং তার স্ত্রীকে ভর্তি কমিটির গুরুত্বপূর্ণ সদস্য নিয়োজিত করেন। তাছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ জন সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াও বর্তমানে নিয়োজিত কয়েকজন শিক্ষক (যারা প্রার্থী হিসেবে তখন কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করেছিলেন) ভর্তির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন। জানা গেছে, পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক পদে কর্মরত মোহাম্মদ আমজাদ হোসেন সরকারকে ভর্তি পরীক্ষায় কাজ করার বিনিময়ে মোটা অংকের টাকা প্রদান করা হয় এবং শর্তপূরণ না করলেও তাকে পরে কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে চাকরি দেয়া হয়। এদিকে দুই শিক্ষাবর্ষে ৬ শতাধিক ছাত্রছাত্রী ভর্তি ফি বাবদ আদায়কৃত প্রায় ১ কোটি টাকারও হিসাব নেই। জানা গেছে, ভর্তির সময় জনপ্রতি ১২ হাজার ৭৬০ টাকা আদায় করা হয়। প্রতি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৬টি খাতে টাকা আদায় করা হলেও দু-একটি ছাড়া আর কোন খাতেই ছাত্রছাত্রীদের সুবিধা নিশ্চিত করা হয়নি। এসব অভিযোগের ব্যাপারে কথা বলতে চাইলে উপাচার্য (ভিসি) এ প্রতিনিধিকে জানান, তিনি ব্যস্ত আছেন। একপর্যায়ে তিনি উত্তেজিত হয়ে বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন অনিয়ম-দুর্নীতি নেই। এটি একটি মহলের অপপ্রচার।

ভর্তি ফরম বিক্রির অন্তত ৪০ লাখ টাকা বিধিবহির্ভূতভাবে ব্যয় করা হয়েছে